ড. মোহাম্মদ রহিম উল্লাহ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখন কোন পথে

বাংলাদেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। হালাকুখানের বাগদাদ ধ্বংস, কর্ডোভার পতন ও সর্বশেষ উসমানিয়া খিলাফতের পতনের পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায় মুসলমানদের পদচারণা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। লাইনচ্যুত হয়ে যায় মুসলিম বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, সমাজ সংস্কারক, আইনবিদ ও চিকিৎসক তৈরির ধারা। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এবং অবনতির কারণেই এ দেশের ইসলামপ্রিয় ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী মানুষের অনেক ত্যাগ, ও আন্দোলনের ফসল আজকের এ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। জনগণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ২২ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে কুষ্টিয়া-যশোর জেলার সীমান্তবর্তী স্থান শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে আধুনিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও আইন শাস্ত্রের সঙ্গে থিওলজি ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্যদিয়ে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেন। এ অনুষ্ঠানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রত্যাশা করে বলেন- I hope, this university will set-up a bridge in the field of exchange thoughts among the intellectuals of the world.

মরহুম জিয়াউর রহমানের ঘোষণা এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী ওআইসি'র উদ্যোগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিকীকরণের দিকে অগ্রসরমান পথ থেকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এইচএম এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৩ সালের ২১ জুলাই এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আকস্মিকভাবে কুষ্টিয়া জেলার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর থেকে গাজীপুর জেলার বোর্ডবাজারে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে একাধিকবার স্থানান্তরের কারণে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিঘ্ন ঘটে এবং এটি তার মূল লক্ষ্যচ্যুত হতে থাকে। যার ফরে ওআইসি তাদের Target মতো মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে তোলে। অর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে অগত ও বিদায়ী সরকারদের কোন সরকারই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আন্তর্জাতিকীকরণের কোন পদক্ষেপ নেয়ার উদাহরণ তো দেখাতে পারেননি বরং আইডিবি'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন শর্তে আনা অর্থায়নে আন্তর্জাতিক হল নামে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হলেও আন্তর্জাতিক শব্দটি বাদ দিয়ে অন্যনামে হলটির নামকরণ করা হয়। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক শব্দটি বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ দীর্ঘ ২৩ বছরের জীবনে।

> মনে রাখতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জোরেই বলীয়ান হয়ে অতীতে মুসলমানরা ৮০০ বছর পৃথিবীকে আলো দেখিয়েছিল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম এবং সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটিকে ইসলামিকীকরণের লক্ষ্যে মানবিক, সমাজবিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানসহ যত অনুষদ থাকবে সবগুলোর সঙ্গে সমন্বয় রেখে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে এমন সিলেবাস প্রণয়ন করার কথা ছিল যাতে একজন শিক্ষার্থী একজন আদর্শবান, আস্তিক, নৈতিক শিক্ষাসহ তার পঠিত বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জন করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে। আর সেজন্য, বিভাগগুলোতে মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৫০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ, মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ ব্যবহারিক ইংরেজি আর সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ নম্বরের আরবি ও ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল এবং এ বিষয়গুলো পাঠদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ প্রদান ও যুক্তিযুক্ত ছিল। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকের স্বাধীনতা সংরক্ষণ নামে পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসা কোটা বাতিল ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে অমুসলিম শিক্ষার্থী ভর্তিসহ এমন সব কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা চলছে, যাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শব্দটিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র 'কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণের কথা ভাবতে শুরু করা বিচিত্র নয়। কেননা কারিকুলামের ব্যাপক সংশোধন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অধিকাংশই ইসলামী মূল্যবোধ বিষয়ক সিলেবাস সংকোচন, বর্জনসহ সাধারণ শিক্ষা নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে যাতে ইউজিসি'র অনুমোদন সুপারিশ পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। অথচ বহুল প্রতীক্ষিত ও প্রতিশ্রুত ফিকাহ তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম দর্শনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিভাগ গুলো খোলা হয়নি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে থিওলজি ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে যে অনুষদটি রয়েছে তার নাম-নিশানা পর্যন্ত কোন অনুষদ ভবনের গায়ে সোভা পাওয়াকে পছন্দ করা হয়নি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য এবং মৌলিক বিভাগ নিয়ে গঠিত অনুষদ 'থিওলজি ও ইসলামিক স্টাডিজ' এনামে স্বতন্ত্র অনুষদ ভবন থাকবে এটিই ছিল স্বাভাবিক কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ সময় পাড়ি দেয়াকালীন সময়ে নতুন অনুষদ ভবনসহ বিভাগসমূহ চালু হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ না করেছে সরকার, না বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা বরং এটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অন্য সব অনুষদের অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবি দু'চারটি বিভাগের মধ্যে সীমিত করে দেয়ার প্রবল প্রত্যাশার ফসলমাত্র।

একশ্রেণীর মানুষের ধারণা অনুযায়ী যদি প্রশাসন যন্ত্র মনে করে যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত ও পঠিত হবে, তবে তা সঠিক হবে না। কেননা বিজ্ঞান শিক্ষা, ইসলাম শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মনে রাখতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জোরেই বলীয়ান হয়ে অতীতে মুসলমানরা ৮০০ বছর পৃথিবীকে আলো দেখিয়েছিল। আজকের বিশ্ব মুসলিমকে জাগাবার একমাত্র সম্পদ হল তাদেরই হারানো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে কুরআন সুন্নাহ্র আদর্শিক চর্চা। যা একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব।

ড. মোঃ রহিম উল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

JUN 28 2002